বৈষ্ণব উপনিষদ

কলিসন্তরণ, পুরুষবোধিনী, চৈতন্যউপনিষদ

আবির্ভাব চক্রবর্তী
(অর্জুনসখা দাস)

বৈষ্ণব শাস্ত্র মন্দির

বৈষ্ণব উপনিষদ

(কলিসন্তরণ, পুরুষবোধিনী, চৈতন্যউপনিষদ)
মূল শ্লোক ও বাংলা অনুবাদ সহ।

আবির্ভাব চক্রবর্তী
(অর্জুনসখা দাস)

বৈষ্ণব শাস্ত্র মন্দির

বৈষ্ণব উপনিষদ
(কলিসন্তরণ, পুরুষবোধিনী, চৈতন্যউপনিষদ)
মূল শ্লোক ও বাংলা অনুবাদ সহ।
আবির্ভাব চক্রবর্তী (অর্জুনসখা দাস)

প্রকাশক বৈষ্ণব শাস্ত্র মন্দির
ব্যারাকপুর ৭০০১২২
ফোন: 7980862075
প্রথম সংস্করণ ২০১৯, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী

ভাগবত যন্ত্র দ্বারা বৈষ্ণব শাস্ত্র মন্দির থেকে মুদ্রিত।

মুক্তিকোপনিষদে ১০৮টি উপনিষদের নাম রয়েছে। তার মধ্যে ১০টি প্রধান উপনিষদ, আচার্য্য শঙ্কর এই ১০টি উপনিষদের ওপর ভাষ্য রচনা করেছেন। ও এগুলিকে প্রামানিক শ্রুতি বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, ঐতরেয় তৈত্তীরিয় মুন্ডক, মান্ডুক্য, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ। বাকিগুলির মধ্যে কিছু শৈব উপনিষদ, কিছু শাক্ত উপনিষদ, কিছু যোগ ও সন্ন্যাস উপনিষদ ও কয়েকটি বৈষ্ণব উপনিষদ। এই সাম্প্রদায়িক উপনিষদ গুলির প্রামানিকতা সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতদ্বন্দ আছে। ১০টি প্রধান উপনিষদ বাংলায় সহজলভ্য। বাংলায় অনুবাদ ও ভাষ্য সহ এই উপনিষদ গুলি অনেকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব উপনিষদ গুলি বর্তমানে দুর্লভ। যদিও এগুলির প্রামানিকতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন কিন্তু বৈষ্ণব আচার্য্য গণ বহুস্থানে এই সমস্ত উপনিষদ গুলি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাই বাংলায় এই বৈষ্ণব উপনিষদ গুলি মূল শ্লোক ও অনুবাদ সহ প্রকাশ করা হল। বৈষ্ণব উপনিষদ গুলি হল যথাক্রমে
কৃষ্ণ উপনিষদ, হয়গ্রীবউপনিষদ, বাসুদেবউপনিষদ, রামতাপনীউপনিষদ, নৃসিংহতাপনীউপনিষদ, গোপালতাপনী উপনিষদ, মহানারায়নউপনিষদ, নারায়ণউপনিষদ, অব্যক্তউপনিষদ, গরুড়উপনিষদ, তারাসারউপনিষদ, দত্তাত্রেয়উপনিষদ, রামরহস্যউপনিষদ।
বলদেব বিদ্যাভূষন শ্রীজীবগোস্বামী, রূপগোস্বামী এরমধ্যে যেকয়টি উপনিষদ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন সেগুলি এই গ্রন্থে দেওয়া হল।
পরবর্তী সংস্করণে শঙ্করাচার্য্য কৃত নৃসিংহতাপনী উপনিষদের ভাষ্য ও মহানারায়ণোপনিষদের ভাষ্য দেওয়ার ইচ্ছা রইল। সময়ের অভাবে এই সংস্করণে তা প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

সূচীপত্র

॥ কলিসন্তরণোপনিষদ॥

(এই উপনিষদটি কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত)

ওঁ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্যঙ্করবাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ । ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

অনুবাদ:- আমরা দুজনেই একসাথে পরমাত্মার দ্বারা রক্ষিত হই। দুজনেই একসাথে আনন্দ প্রাপ্ত হই। দুজনে একসাথে নিজেদের সামর্থ্য (বীর্য্য) বর্ধন করি। শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে তেজস্বী হই। নিজেদের মধ্যে যেন বিদ্বেষের ভাব না থাকে।

।। ভগবন্নামস্মরণমাত্রেণ কলিসন্তরণম ।।

হরিঃ ওঁ । দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্ গাং পর্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি । স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি । ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়নস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধৃতকলির্ভবতীতি ॥১॥

অনুবাদ:- হরিঃ ॐ দ্বাপরের শেষে অর্থাৎ কলিযুগের প্রারম্ভে দেবর্ষি নারদ ত্রিভূবনে নানান স্থানে ঘুরতে ঘুরতে কলির প্রভাব দর্শন করে ব্রহ্মাজীর কাছে গেলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি করে কলিযুগে কিভাবে জীব উদ্ধার পাবে? তা শুনে ব্রহ্মাজী বললেন নারদ তুমি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছো। তুমি সমস্ত বেদ এর সার বাক্য শোনো যার দ্বারা কলিযুগে জীব সংসার থেকে উদ্ধার পাবে। আদিপুরুষ ভগবান নারায়ণের নামোচ্চারন মাত্রেই কলিযুগে সমস্ত দোষ দূর হয়।

।। পরব্রহ্মাবরণাবিনাশক ষোড়শনামানি।।

নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ তন্নাম কিমিতি । স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে । হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥ ইতি ষোডশকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্ । নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্যাবরণবিনাশনম্ । ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলীবেতি॥২॥

অনুবাদ:- তখন নারদজী পুনঃ প্রশ্ন করলেন সেই নাম কি? তখন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাজী বললেন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই প্রকার ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র কলিযুগে সমস্ত দোষ নাশ করে। চারিবেদে এরচেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো উপায় নেই। এই ষোলোঅক্ষর মন্ত্র উচ্চারনে জীবের ষোড়শকলা যুক্ত আবরণ বিনষ্ট হয়। বৃষ্টির পর যেমন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যরশ্মি প্রকাশিত হয় তেমন জীব ও পরব্রহ্মাকে জানতে পারে।

।। নামজপমহিমা ।।

পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ কোঽস্য বিধিরিতি । তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি । সর্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যমেতি । যদাস্য ষোড়শকস্য সার্ধত্রিকোটীর্জপতি তদা ব্রহ্মহত্যাং তরতি । তরতি বীরহত্যাম্ । স্বর্ণস্তেয়াত্ পূতো ভবতি । বৃষলীগমনাত্ পূতো ভবতি । পিতৃদেবমনুষ্যাণামপকারাত্ পূতো ভবতি । সর্বধর্মপরিত্যাগপাপাত্ সদ্যঃ শুচিতামাপ্নুয়াত্ । সদ্যো মুচ্যতে সদ্যো মুচ্যতে ইত্যুপনিষত্ ॥৩॥

অনুবাদ :- নারদজী তখন জিজ্ঞাসা করলেন হে ভগবন এই মন্ত্রের বিধান কি? ব্রহ্মাজী বললেন এর কোনো বিধি নিয়ম নেই জীব শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যেকোনো অবস্থায় এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র জপ করে পরব্রহ্মের সালোক্য, সারুপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, মোক্ষ লাভ করতে পারে।
সার্ধত্রিকোটি জপে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হয়।
বীর হত্যা দোষ নাশ হয়। স্বর্ণ চুরি র পাপ থেকে মুক্ত হয়। পিতৃপুরুষ,দেবতা বা কোনো মানুষের প্রতি কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হয়।সমস্ত ধর্ম কে পরিত্যাগ করে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে যায়। তৎক্ষনাৎ মুক্তি লাভ করে। ইহাই উপনিষদ বা পরমজ্ঞান।

ওঁ সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্তু । সহ বীর্যঙ্করবাবহৈ । তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ । ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

।। ইতি শ্রীকলিসন্তরণোপনিষদ সম্পূর্ণম।।

।। পুরুষ বোধিনী শ্রুতি ।।

মুক্তিকোপনিষদে বর্নিত ১০৮ টি উপনিষদের মধ্যে এই উপনিষদের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামীপাদ, বলদেব বিদ্যাভূষনপাদ এই উপনিষদ থেকে তাদের গ্রন্থে অনেক স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। তাই এই উপনিষদ টি বাংলায় প্রকাশ করা হল। বৃন্দাবন শোধসংস্থান থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থের সংস্কৃত পাঠ থেকে বাংলায় দেওয়া হল।

প্রথম প্রপাঠক

ॐ অথ সুষুপ্তৌ রামঃ স্ববোধম আধায় এব কিম মে দেবী ক্বাসৌ কৃষ্ণঃ যোহয়ম্ মম ভ্রাতেতি। তস্য কান্তিচ্ছায়ে ব্রুহীতি।

অনুবাদঃ- বলরাম বললেন সেই কৃষ্ণের স্বরূপ সম্পর্কে আমায় অবগত করান যে আমার ভ্রাতা, এবং সেই দেবী কে তার স্বরূপ সম্পর্কেও আমায় বলুন, যিনি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি।

সা বৈষ্ণব্য হ্যুবাচ, রাম শৃণু! ভূর্ভূবঃ স্বর্মহঃ জনস্তপঃ সত্যম অতলং বিতলং সুতলং রসাতলং তলাতলং মহাতলং পাতালম এব পঞ্চশতকোটিযোজন বহুলাম্ স্বর্ণান্ডম্ ব্রহ্মান্ডম ইতি। অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ডানাম উপরি কারণজলোপরি মহাবিষ্ণোর্নিত্যস্থলম বৈকুন্ঠম।

অনুবাদঃ- তিনি বললেন হে রাম শোনো এই ভূ লোকের উর্দ্ধে ভূবঃ লোক তার উর্দ্ধে স্বর্গলোক, তার উর্দ্ধে মহঃলোক, তার উর্দ্ধে জনলোক, তার উর্দ্ধে তপঃলোক, তার উর্দ্ধে সত্য লোক এবং ভূলোকের নীচে অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল মহাতল, পাতাল, এই পঞ্চাশকোটি যোজন বিস্তৃত হিরণ্যগর্ভ রূপ ব্রহ্মান্ড। এরকম অনন্তকোটি ব্রহ্মান্ডের উর্দ্ধে মহাবিষ্ণুর নিত্যস্থল বৈকুন্ঠ।

স হ পৃচ্ছতি। কথং শূন্যমন্ডলে নিরালম্বনম। সাহনুযুক্তা পদ্মাসনাসীনঃ কৃষ্ণ ধ্যান পরায়নঃ শেষ দেবোহস্তি তস্যানন্তরোমকূপেষু অনন্তকোটি ব্রহ্মান্ডানি অনন্তকোটি কারনজলানি। তস্য সপ্তকোটিপরিসহস্রপরিমিতাঃ ফণাঃ। তদুপরি রুদ্রলোকম শিব বৈকুন্ঠম ইতি দশকোটিযোজন বিস্তীর্ণো রুদ্রলোকঃ। তদুপরি বিষ্ণুলোকঃ। সপ্তকোটিযোজনবিস্তীর্নো বিষ্ণুলোকঃ। তদুপরি সুদর্শন চক্রম ত্রিকোটিযোজনবিস্তীর্নম, তদুপরি কৃষ্ণস্য স্থানং গোকুলাদ্যং মাথুরমন্ডলম মহৎপদং সুধাময় সমুদ্রেণাবেষ্টিতম ইতি। তত্রাষ্টদলকেশর মধ্যে মণিপীঠে সপ্তাবরণকমিতি।

অনুবাদঃ- রাম জিজ্ঞাসা করলেন মহাশূন্যে কোন অবলম্বন কে আশ্রয় করে এই ব্রহ্মান্ড সমূহ অবস্থিত। তিনি বললেন অনন্তশেষ পদ্মাসন করে কৃষ্ণ ধ্যান করছেন, তার অনন্ত রোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ড অবস্থান করছে। তার সপ্তকোটিপরিসহস্র ফনার উর্দ্ধে রুদ্রলোক, যা দশকোটিযোজন বিস্তৃত। তার উর্দ্ধে বিষ্ণুলোক, যা সাত কোটি যোজন বিস্তৃত। তার উপরে সুদর্শন চক্র তিন কোটি যোজন বিস্তৃত। তার উপরে অমৃত সমুদ্রবেষ্টিত গোকুলাদি মথুরামন্ডল। এটিই

কৃষ্ণের স্থান। এই মাথুরমন্ডলে অষ্টদলকেশর মধ্যে মণিপীঠে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। তার বাইরে সপ্ত আবরণ।

স পৃচ্ছতি। কিম্ রূপম্ কিম স্থানম, কিম পদ্মম কিম অনন্তকেশর কিম সেবকাঃ কিম আবরণাঃ ইতি উক্তে সাহনুযুক্তা গোকুলাদ্যে মথুরামন্ডলে বৃন্দাবন মধ্যে সহস্রদল পদ্মে ষোড়শ দল মধ্যে অষ্টদলকেশরে কল্পতরোর্মূলে গোবিন্দহপিশ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভূজো ময়ূরপিচ্ছশিরো বেণু বেত্র হস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টতে বিরাজত ইতি।

অনুবাদঃ-তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সেই গোকুল নামে ধাম কিরকম, কেমন স্থান, কেমন পদ্মাকৃতি, সেই পদ্মের কোথায় কে অবস্থান করেন, কারা তার সেবক, কারা তার আবরণ দেবতা তা সবিস্তারে বলুন।

তিনি বললেন সেই গোকুল নামা বৃন্দাবন ধাম সহস্রদল পদ্মের আকৃতি বিশিষ্ট। তার মধ্যে অষ্টদলকেশরে কল্পতরুর মূলে (বংশীবটে) শ্যামসুন্দর গোবিন্দ বিরাজ করছেন। তিনি দ্বিভূজ, পীতবাস, মাথায় ময়ূর পাখা, বেনু বেত্র হাতে। তিনি নির্গুন অর্থাৎ মায়ার তিন গুনের উর্দ্ধে। আবার সগুন অর্থাৎ ৬৪ টি গুন বিশিষ্ট। তিনি নিরাকার অর্থাৎ পঞ্চভূত দ্বারা তার শরীর গঠিত নয়, রক্তমাংসের জড় শরীর নয়। তিনি সাকার অর্থাৎ আকৃতি বা রূপ বিশিষ্ট। তিনি নিরীহ অর্থাৎ জড় কামনা বশীভূত হয়ে কর্ম করেন না কর্মচক্রের অধীন নন। তিনি সচেষ্ট অর্থাৎ ভক্ত দের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তিনি নানা অদ্ভূত কর্ম করেন।

দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি যস্যাংশেন লক্ষ্মীদূর্গাদিকা শক্তিরিতি। পশ্চিমে সম্মুখে ললিতা, বায়ব্যে শ্যামলা, উত্তরে শ্রীমতি, ঐশান্যাং হরিপ্রিয়া, পূর্বে বিশাখা, চাগ্নৌ শ্রদ্ধা, য়াম্যাম পদ্মা, নৈঋ্‌ত্যাম ভদ্রা। ষোড়শ দলাগ্রে চন্দ্রাবলী, তদ বামে চিত্ররেখা, তৎ পার্শ্বে শ্রীশশিরেখা, তৎ পার্শ্বে কৃষ্ণপ্রিয়া, তৎ পার্শ্বে কৃষ্ণবল্লভা, তৎ পার্শ্বে চন্দ্রাবতী, তৎ পার্শ্বে মনোহরা, তৎ পার্শ্বে যোগানন্দা, তৎ পার্শ্বে পরানন্দা, তৎ পার্শ্বে প্রেমানন্দাচিত্রকরা তৎ পার্শ্বে মদনসুন্দরী নন্দা, তৎ পার্শ্বে সত্যানন্দা, তৎ পার্শ্বে চন্দ্রা, তৎ পার্শ্বে কিশোরবল্লভা, করুনাকুশলা এবম বিবিধা গোপ্যাঃ কৃষ্ণ সেবাম কুর্বন্তীতি। ইতি বেদবচনম ভবতী। ইতি বেদবচনম ভবতি।

অনুবাদঃ- তার দুই পাশে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা। এই রাধিকা হলেন কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যার অংশে লক্ষ্মী দূর্গাদি শক্তি। পশ্চিম দিকে সামনে ললিতা, বায়ুকোনে শ্যামলা, উত্তর দিকে শ্রীমতি, ঈশান কোনে হরিপ্রিয়া, পূর্বদিকে বিশাখা, অগ্নিকোনে শ্রদ্ধা, দক্ষিনে পদ্মা, নৈঋ্‌তকোনে ভদ্রা। ষোড়শ দলের সামনে চন্দ্রাবলী, তার বামে চিত্ররেখা, তার পাশে শ্রীশশিরেখা, তার পাশে কৃষ্ণপ্রিয়া, তার পাশে কৃষ্ণবল্লভা, তার পাশে চন্দ্রাবতী, তার পাশে মনোহরা, তার পাশে যোগানন্দা, তার পাশে পরানন্দা, তার পাশে প্রেমানন্দা ও চিত্রকরা, তার

পাশেমদনসুন্দরী ও নন্দা, তার পাশে সত্যানন্দা, তার পাশে চন্দ্রা, তার পাশে কিশোরবল্লভা, করুনাকুশলা এরকম সহস্র গোপীরা কৃষ্ণ সেবা করতে রত। ইহাই সমস্ত বেদ বলছে। ইহাই সমস্ত বেদ বলছে।

মানস পূজয়া জপেন ধ্যানেন কীর্তনেন স্তুতি মানসেন সর্বেণ নিত্য স্থলং প্রাপ্নোতি নান্যেনেতি নান্যেনেতি।

অনুবাদ:- এই রাধাকৃষ্ণ যুগলের মানস পূজা, জপ মানসে লীলা স্মরণ নাম সংকীর্তন স্তূতির দ্বারা এই নিত্যলীলাস্থল লাভ করা যায়। এছাড়া কোনো উপায় নেই। কোনো উপায় নেই।

।। ইতি অথর্বাণীয় পুরুষবোধিন্যাং প্রথম প্রপাঠকঃ।।

দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ

ওঁ সাঽনুযুক্তা-তস্য বাহ্যেষু শতদলপদ্মপত্রেষু যোগপীঠেষু রাসক্রীড়ানুরক্তা গোপ্যস্তিষ্ঠন্তি । এতচ্চতুর্দ্বারং লক্ষসূর্যসমুজ্জ্বলম্ । তত্র দ্রুমাকীর্ণম্ । তত্ প্রথমাবরণে পশ্চিমে সম্মুখে স্বর্ণমণ্ডপে দেবকন্যা । দ্বিতীয়ে সুদামাদি । তৃতীয়ে কিঙ্কিণ্যাদি । চতুর্থে লবঙ্গাদি । পঞ্চমে কল্পতরোর্মূলে উষা তত্সহিতোঽনিরুদ্ধোঽপি । ষষ্ঠে দেবাঃ । সপ্তমে রক্তবর্ণো বিষ্ণুরিতি দ্বারপালাঃ । এতদ্ বাহ্যাং রাধাকুণ্ডম্ । তত্র স্নাত্বা রাধাঙ্গং ভবতি । ঈশ্বরস্য দর্শনয়োগ্যং ভবতি । যত্র স্নাত্বা নারদ ঈশ্বরস্য নিত্যস্থলসামীপ্যয়োগ্যো ভবতি ।

অনুবাদ:- তিনি বললেন তার বাইরে শতদলপদ্মাকৃতি অংশে যোগপীঠে গোপীরা রাসক্রীড়ায় রত রয়েছেন। এর চারটি দ্বার রয়েছে যেগুলি লক্ষ সূর্যের মত জ্যোতি বিকিরন করছে। তার বাইরে মনোহর সৌরভমোহিত অনেক বৃক্ষ লতা সমন্বিত মহোদ্যাণ রয়েছে। প্রথম আবরণে পশ্চিম দিকে সামনে স্বর্ণ মন্ডপে দেবকণ্যাগন আছেন যারা সাধনদ্বারা গোপী স্বরূপ লাভ করেছেন। । দ্বিতীয় আবরণে সুদামাদি সখাগন। তৃতীয় আবরণে কিঙ্কিন্যাদি গোপাল গণ, চতুর্থ আবরণে লবঙ্গাদি ও পঞ্চম আবরণে উষা সহ অনিরুদ্ধ। ষষ্ঠ আবরণে দেবগন ও সপ্তমে রক্তবর্ণ বিষ্ণু দ্বারপাল রূপে আছেন। তার বাইরে আছে রাধাকুন্ড। যাতে স্নান করলে রাধা সম প্রেম লাভ হয়, গোপীদেহ প্রাপ্ত হয়। পরমপুরুষ গোবিন্দের সঙ্গলাভের যোগ্যতা অর্জন করে। যেখানে স্নান করে নারদ কৃষ্ণ সামীপ্য অর্থাৎ তার নিত্যস্থল বৃন্দাবনে বাসের যোগ্যদেহ লাভ করেছিলেন (পদ্মপুরানে এই কাহিনী টি আছে)

রাধাকৃষ্ণয়োরেকমাসনম্ । একা বুদ্ধিঃ । একং মনঃ । একং জ্ঞানম্ । এক আত্মা । একং পদম্ । একা আকৃতিঃ । একং ব্রহ্ম । তস্য সমং হেমমুরলীং বাদয়ন্ হেমস্বরূপামনুরাগসংবলিতাং কল্পতরোর্মূলে সুরভিবিদ্যা অক্ষমালা শ্রুতিরিব পরমা

শুদ্ধা সাত্ত্বিকী গুণাতীতা স্নেহভাবরহিতা । অত এব দ্বয়োর্ন ভেদঃ । কালমায়াগুণাতীতত্বাত্ । তদ্ এব স্পষ্টয়তি অথেতি ।

অনুবাদ:- রাধা কৃষ্ণের এক আসন, এক বুদ্ধি, এক মন, এক জ্ঞান, এক আত্মা, এক পদ, এক আকৃতি, এক ব্রহ্ম, উন্নত উজ্জ্বল রসে ভাবিত কল্পতরুমূলে বংশীবাদনরত (রসরাজ মহাভাব এই রূপ চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ননা আছে) শুদ্ধসত্ব তিনগুণের অতীত তাই কামাদি রজতমগুনজাত ভাব বর্জিত, অতএব দুজনের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। কাল ও মায়া স্পর্শ রহিত,

অথানন্তরং মঙ্গলে বা । অথ বা শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে ঋগ্যজুঃসামস্বরূপম্ । ঋগাত্মকো মকারঃ । য়জুরাত্মক উকারঃ । শ্রীরামঃ সামাত্মকোঽপি অকারঃ । শ্রীকৃষ্ণঃ অর্ধমাত্রাত্মকোঽপি । যশোদা ইব বিন্দুঃ । পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দানন্দরাধাকৃষ্ণয়োঃ পরস্পরসুখাভিলাষরসাস্বাদন ইব তত্ সচ্চিদানন্দামৃতং কথ্যতে। তল্লক্ষণং যত্ প্রণবং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকমিচ্ছাজ্ঞানশক্তিনিষ্ঠং কায়িকবাচিকমানসিকভাবং সত্বরজস্তমস্বরূপং সত্যত্রেতাদ্বাপরানুগীতম্ । দ্বাপরস্য পশ্চাদ্ বর্ততে কলিঃ । এতচ্চতুর্যুগেষু গীয়তে। তদ্ ভূর্ভুবঃস্বর্লক্ষণমোঙ্কার এব । য়চ্চান্যদ্ অতিরিক্তং কালাতীতং তদ্ অপ্যোঙ্কার এব । সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম আত্মা সোঽহমস্মি ইতি ধীমহি চিন্তয়েমহি । ``আদিত্যো বা এষ এতন্ মণ্ডলং তপতি'' ইতি যত্ শ্বেতাখ্যং শ্বেতদ্বীপনাম স্থানং তুরীয়াতীতং গোকুলমথুরাদ্বারকাণাং তুরীয়মেতদ্ দিব্যং বৃন্দাবনমিতি পুরৈবোক্তং সর্বং সম্পত্সম্প্রদায়ানুগতং যত্র ।

অনুবাদ:- বৃন্দাবন মধ্যে তিনবেদ স্বরূপ, ঋগাত্মক ম কার, যজুর্বেদ রূপ উকার, সামবেদ রূপ অকার, শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল ও বলরাম অবস্থান করেন, প্রণবের ম শব্দে রাধিকা, উ অর্দ্ধমাত্রা দ্বারা কৃষ্ণ, ও অ দ্বারা বলরাম কে বোঝায়। যশোদা প্রণবের বিন্দু, রাধাকৃষ্ণ যুগল একে অন্যের সুখের অভিলাষে সেবায় নিরত, তাই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বলা হয়। এই পরব্রহ্ম ই প্রণবের লক্ষণ। এই প্রণব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বোধক ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি বোধক, সত্ব, রজ, তম গুণ বোধক, ভূ ভূবঃ স্বর্গলোক বোধক ওঁকার বলে চতুর্যুগে বলা হয়। এই ব্রহ্মই সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, সেই ব্রহ্মের মতই সচ্চিদানন্দ ময় আত্মা আমি এই রূপ ধ্যান করলে বৃন্দাবন ধাম লাভ হয়। যা শ্বেতদ্বীপ বা বৈকুন্ঠ, মথুরা, দ্বারকা এই তিনের অতীত তুরীয় ধাম,

।।ইতি অথর্বাণীয় পুরুষবোধিন্যাং দ্বিতীয় প্রপাঠকঃ।।

তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ

ওঁ অথ অনন্তরং ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীরমহাতালখদিরবকুলকুমুদকাম্যমধুবৃন্দাবনানি দ্বাদশবনানি । কালিন্দ্যাঃ পশ্চিমে সপ্তবনানি পূর্বস্মিন্ পঞ্চবনানি উত্তরস্মিন্ গুহ্যানি সন্তি ।

অনুবাদ:- অনন্তর দ্বাদশবন সমন্বিত বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বলা হচ্ছে। দ্বাদশ বন যথা ভদ্রবন, শ্রীবন বা বেলবন, লোহবন, ভান্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন, বকুলবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন,
যমুনার পশ্চিমে সাতটি বন ও পূর্বদিকে পাঁচটি বন আছে।

মথুরাবনমধুবনমহাবনখাদিরবনভাণ্ডীরবননন্দীশ্বর-
বননন্দবনানন্দবনখাণ্ডববনপলাশবনাশোকবনকেতক-
বনদ্রুমবনগন্ধমাদনবনশেষায়িবনশ্যামায়ুবনভুজ্যুবনদধি-
বনবৃষভানুবনসঙ্কেতবনদীপবনরাসবনক্রীড়াবনোত্সুকবনান্যেতানি চতুর্বিংশতিবনানি নিত্যস্থলানি নানালীলয়াধিষ্ঠায় কৃষ্ণঃ ক্রীড়তি ।

অনুবাদ:- মথুরাবন, মধুবন, মহাবন, খদিরবন, ভান্ডীরবন, নন্দীশ্বরবন বা নন্দগাঁও, নন্দবন, আনন্দবন, খান্ডব বন, পলাশবন, অশোকবন, কেতকবন, দ্রুমবন, গন্ধমাদনবন, শেষশায়ীবন, শ্যামবন(শ্যামডাক), ভুজ্যুবন (ভোজনস্থলী), দধিবন, বৃষভানুবন(বর্ষাণা), সঙ্কেতবন, দীপবন, রাসবন, ক্রীড়াবন, উৎসুকবন, এইপ্রকার ২৪টি বন অধিবন উপবন সমন্বিত বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থল। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা বিহার করেন।

তানি বনানি বসন্তঋতুসেবিতানি মন্দাদিপবনযুক্তানি সন্তিযত্র দুঃখং নাস্তি সুখং নাস্তি জরা নাস্তি মরণং নাস্তি ক্রোধো নাস্তি, তত্র পূর্ণানন্দময়ঃ শ্রীকৈশোরকৃষ্ণঃ শিখণ্ডিদললম্বিতত্রিয়ুমগুঞ্জাবতংসমণিময়কিরীটশিরাঃ গোরোচনাতিলকঃ কর্ণয়োর্মকরকুণ্ডলো বন্যস্রগ্বী মালতীদামভূষিতশরীরঃ করে কঙ্কণং বাহৌ কেয়ূরং পাদয়োঃ কিঙ্কিণীং কট্যাং পীতাম্বরং চ ধারয়ন্ গম্ভীরনাভিকমলঃ সুবৃত্তনাসাযুগলো ধ্বজবজ্রাদিচিহ্নিতপাদপদ্মো মহাবিষ্ণুরাস্তে। এবংরূপং কৃষ্ণচন্দ্রং চিন্তয়েন্ নিত্যশঃ সুধীঃ ॥ ইতি

অনুবাদ:- এই বনসকল নিত্য বসন্তঋতু সেবিত, মলয়পবনযুক্ত, সেখানে দুঃখও নেই সুখ ও নেই অর্থাৎ কর্মফলাদিবাসনা মুক্ত। জরা মৃত্যু ইত্যাদি কালের প্রভাব নেই। ক্রোধ ইত্যাদি সত্ব রজ তমাদি মায়ার তিন গুনের প্রভাব নেই। সেখানে পূর্নানন্দময় ময়ূরপুচ্ছ, গুনজামালাদি বনমালা, মনিময় মুকুটধারী নিত্যকিশোর কৃষ্ণ বিরাজ করেন তার কপালে গোরোচনার তিলক, কানে মকরকুন্ডল, মালতীলতা ভূষিত শৃঙ্গার করপদ্মে কঙ্কন বাহুতে কেয়ূর চরনে কিঙ্কিনী, কোমরে পীতধড়া, সুগভীর নাভিকমল, সুন্দর গোল নাসা যুগল। ধ্বজবজ্র চিহ্নিত পাদপদ্ম। বুদ্ধিমান ব্যাক্তি এইরূপ মানসে স্মরণ করবেন।

তস্যাদ্যা প্রকৃতী রাধিকা নিত্যা নির্গুণা সর্বালঙ্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুন্দরী । অস্মদাদীনাং জন্ম তদধীনং অস্যাংশাদ্ বহবো বিষ্ণুরুদ্রাদয়ো ভবন্তি । এবম্ভূতস্যাগাধমহিম্নঃ সুখসিন্ধোরুত্পন্নমিতি মানসপূজয়া ধ্যানেন কীর্তনেন স্তুত্যা মানসেন সর্বেণ নিত্যস্থলং প্রাপ্নোতি । নান্যেনেতি । নান্যেনেতি । নান্যেনেতি । ইতি বেদবচনং ভবতি । ইতি বেদবচনং ভবতি । ইতি বেদবচনং ভবতি।

অনুবাদ:- তার আদি প্রকৃতি রাধিকা। তিনি ও নিত্যা অর্থাৎ কেবল দ্বাপরে কুব্জাদির ন্যায় কৃষ্ণ লীলা সঙ্গিনী নন। তিনি ও নির্গুনা। সর্ব অলঙ্কারে সুশোভিতা, প্রসন্না অশেষলাবণ্যবতী আমাদের সকলের আদি তার অংশে কোটি বিষ্ণুরুদ্রাদি জন্ম হয়। এইরূপ যার মহিমা তার ধ্যানে সুখসাগরে নিমজ্জিত হয়। এই রাধাকৃষ্ণ যুগলের মানস পূজা, জপ মানসে লীলা স্মরণ নাম সংকীর্তন স্তুতির দ্বারা এই নিত্যলীলাস্থল লাভ করা যায়। এছাড়া কোনো উপায় নেই। কোনো উপায় নেই। এইকথাই বেদ সকল বলে।

।।ইতি অথর্বাণীয় পুরুষবোধিন্যাং তৃতীয় প্রপাঠকঃ।।

চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ

ওঁ অথ পুরুষোত্তমো য়স্যাং নিশায়াং তুরীয়ং সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম । যত্র পরমসন্ন্যাসস্বরূপঃ কৃষ্ণঃ কল্পপাদপঃ । যত্র লক্ষ্মীর্জাম্ববতী রাধিকা বিমলা চন্দ্রাবলী সরস্বতী ললিতাদিরিতি । সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপো জগন্নাথঃ অহংশেষাংশজ্যোতীরূপঃ সুদর্শনো ভক্তশ্চ । এবং পঞ্চধা বিভূতিমিতি । য়ত্র চ মথুরা গোকুলং দ্বারকা বৈকুন্ঠপুরী রামপুরী য়মপুরী নরনারায়ণপুরী কুবেরপুরী গণেশপুরী শক্রপুরী এতা দেবতাস্তিষ্ঠন্তি । য়ত্র রসাতলপাতালগঙ্গারোহিণীকুণ্ডমমৃতকুণ্ডমিত্যাদি নানাপুরী ।

অনুবাদ:- অনন্তর পুরুষোত্তম কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বলা হচ্ছে। যিনি তুরীয় সাক্ষাত ব্রহ্ম। যেখানে কৃষ্ণ পরমসন্ন্যাসস্বরূপ। যেখানে লক্ষ্মী জাম্ববতী রাধিকা বিমলা চন্দ্রাবলী সরস্বতী ললিতাদির সাথে সাক্ষাত ব্রহ্মস্বরূপ জগন্নাথ, ও আমি বলরাম যার অংশ শেষ সুদর্শন ও অন্যান্য ভক্ত সহ বিরাজমান। যেখানে মথুরা গোকুল দ্বারকা বৈকুন্ঠ রাম নরনারায়ণ সকলের নিত্যধাম ও দেবগনের ধাম যথা যমপুরী, ইন্দ্রের অমরাবতী কুবেরের পুরী, গণেশের পুরী বিরাজমান। যেখানে রসাতল, পাতাল, গঙ্গা, রোহিনী কুন্ডের ন্যায় অমৃতকুন্ড বিদ্যমান।

যত্রান্নং সিদ্ধান্নম্ । শূদ্রাদিস্পর্শদোষরহিতং ব্রহ্মাদিসংস্কারাপেক্ষারহিতং যত্র শ্রীজগন্নাথস্য যোগমিত্যর্থঃ । ``নাভ্যা আসীত্'' ইতি মন্ত্রেণ, ``অন্নপতেঽন্নস্য'' ইতি মন্ত্রেণ, ``অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজায় ভাগমত্সমে সুখং প্রমার্যতে য়শসা চ বলেন চ'' ইতি মন্ত্রেণ, ``বিশ্বকর্মণি স্বাহা'' ইতি মন্ত্রেণ, ``আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ সুবরোম্'' ইতি মন্ত্রেণ, ``পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌরপিধানং ব্রহ্মণস্ত্বা

মুখে জুহোমি স্বাহা'' ইতি মন্ত্রেণ, ``অন্নং ব্রহ্ম'' ইতি শ্রুত্যা চ কৈবল্যমুক্তিরুচ্যতে । যত্রান্নং ব্রহ্ম পরমং পবিত্রং শান্তো রসঃ কৈবল্যমুক্তিঃ সিদ্ধা ভূর্ভুবঃস্বর্মহত্তত্ত্বমিত্যাদি যত্র ভার্গবী যমুনা সমুদ্রমমৃতময়ং বৃন্দাবনানি নীলপর্বতগোবর্ধনসিংহাসনং প্রাসাদো মণিমণ্ডপো বিমলাদিষোড়শচণ্ডিকাগোপ্যো যত্র সমুদ্রতীরে চ নিরন্তরং কামধেনুবৃন্দং যত্র নৃসিংহাদয়ো দেবতা আবরণানি যত্র ন জরা ন মৃত্যুর্ন কালো ন ভঙ্গো ন জয়ো ন বিবাদো ন হিংসা ন শান্তির্ন স্বপ্ন এবং লীলাকামশরীরী স্ববিনোদার্থং ভক্তৈঃ সহোত্কণ্ঠিতৈস্তত্র ক্রীড়তি কৃষ্ণঃ ।

অনুবাদঃ- যেখানে অন্ন মহাপ্রসাদ ই ব্রহ্ম, চন্ডাল স্পর্শ হলেও তা ব্রাহ্মন গন গ্রহন করতে পারে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অপেক্ষা রাখেনা। পরম পুরুষোত্তম জগন্নাথের অবস্থান হেতু। "নাভ্যা আসীত্'' ``অন্নপতেঽন্নস্য'' ইত্যাদি ঋগ্বেদের মন্ত্রে এই পুরুষোত্তমের মাহাত্ম্য বলা হয়েছে। এখানে অন্নমহাপ্রসাদ গ্রহণে কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়। এখানে যমুনা রূপী অমৃতময়ী সমুদ্র, গোবর্ধন রূপ নীলপর্বত, বৃন্দাবন রূপ সমুদ্রতীরে কামধেনুগন বিচরণ করছে, মণিমন্ডপ প্রাসাদ, যেখানে বিমলাদি ষোড়শ চন্ডিকা, নৃসিংহাদি আবরণ দেবতা আছেন, যেখানে জরা, মৃত্যু, কাল, জন্ম বিবাদ হিংসাদি নেই, ভক্তদের বিনোদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বিহার করেন ভক্তরা তার সেবায় উৎকন্ঠিত থাকে।

একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো
ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

অনুবাদঃ- একজনই দেবতা। তিনি নিত্যলীলানুরক্ত। ভক্তদের অন্তরে ব্যাপ্ত হয়ে নিত্য বিহার করছেন, কর্মফলদাতা সর্বভূতে তিনি বাস করছেন।

মানসপূজয়া জপেন ধ্যানেন কীর্তনেন স্তুত্যা মানসেন সর্বেণ নিত্যস্থলং প্রাপ্নোতি । নান্যেনেতি । নান্যেনেতি । নান্যেনেতি । ইতি বেদবচনং ভবতি । ইতি বেদবচনং ভবতি । ইতি বেদবচনং ভবতি ॥

।।ইতি অথর্বাণীয় পুরুষবোধিন্যাং চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ।।

ইতি অথর্বাণীয় পুরুষবোধিন্যাং শ্রতি সমাপ্ত।

॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষত্ ॥

অথ পিপ্পলাদঃ সমিত্পাণির্ভগবন্তং ব্রহ্মাণমুপসন্নো, ভগবন্ মে শুভং কিমত্র চক্ষস্বেতি ॥ ১॥

অনুবাদ:- একবার ঋষি পিপ্পলাদ ব্রহ্মার নিকট গিয়ে করজোড়ে বললেন হে ভগবান কৃপা করে আমায় বলুন এই জগতে কি আমার পক্ষে শুভ ও কল্যাণপ্রদ

স হোবাচ । ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচার্যেণ শশ্বত্ রমস্ব মনো বশেতি ॥ ২॥

অনুবাদ:-ব্রহ্মা পিপ্পলাদকে বললেন তিনি তপস্যাচরণ করবেন, ষষ্ঠেন্দ্রিয় মন কে বশীভূত করার জন্য স্বেচ্ছাকৃত কঠোরতা স্বীকার করবেন, ব্রহ্মচর্য দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে মনকে নিবৃত্ত করে পরমার্থ চিন্তায় নিয়োজিত করবে।

স তথা ভূত্বা ভূয় এনমুপসদ্যাহ - ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্নাঃ প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি ॥ ৩॥

অনুবাদ:- উপদেশ মত সবকিছু সম্পন্ন করীর পর ঋষি পিপ্পলাদ পুনরায় ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। ও বললেন হে গুরুদেব কলিযুগে কিভাবে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে?

কো বা দেবতা কো বা মন্ত্রো ব্রূহীতি ॥ ৪॥

অনুবাদ:-তারা কোন ভগবানের আরাধনা করবে? কোন মন্ত্রে তার আরাধনা করবে?

স হোবাচ । রহস্যং তে বদিষ্যামি - জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীত । তদেতে শ্লোকা ভবন্তি ॥ ৫॥

অনুবাদ:-ব্রহ্মা বললেন আমি তোমাকে সেই রহস্য বলব গোলোক নামে খ্যাত নবদ্বীপ ধামে জাহ্নবীতীরে ভগবান শ্রী গোবিন্দ ত্রিগুনাতীত সর্বাত্মা মহাযোগী মহাপুরুষ মহাত্মা দ্বিভূজ গৌর রূপে অবতীর্ণ হবেন। নিত্য শ্বাশ্বতস্বরূপে সেই ভগবান পৃথিবীতে ভক্তিরহস্য প্রকাশ করবেন। এবিষয়ে আরো বহু শ্লোক আছে।

একো দেবঃ সর্বরূপী মহাত্মা গৌরো রক্ত-শ্যামল-শ্বেতরূপঃ । চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্যশক্তির্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ ॥ ৬॥

অনুবাদ:-সেই এক অদ্বয় পরমেশ্বর ভগবান গৌর রূপে অবতীর্ণ হন। পূর্বে তিনি রক্ত, পীত, শ্বেত কান্তি পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবান তার এই আদি শ্রীচৈতন্য রূপে তিনি সকলের চেতন শক্তি তিনি ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ, তিনি ভক্তিদাতা, তিনিই আবার ভক্তির বেদ্য, এবং সর্বজ্ঞ।

নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে । সর্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥ ৭॥
অনুবাদ:-সমগ্র চৈতন্যশক্তির প্রতিমূর্ত বিগ্রহ, সকলের পরমাত্মা, চৈতন্যস্বরূপে প্রকাশিত বেদান্তবেদ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমার প্রনতি নিবেদন করি।

বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং চৈতন্যাত্মানং বিশ্বয়োনিং মহান্তম্ । তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮॥
অনুবাদ:-সেই পুরাণ পুরুষ বেদান্তসমূহের জ্ঞেয় সমগ্র মহাবিশ্ব প্রকাশের উৎস। বিশ্বযোনি মহাত্মা শ্রীচৈতন্য। একমাত্র সেই পুরুষকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। এছাড়া আর অন্য কোনো পথ নেই।

স্বনামমূলমন্ত্রেণ সর্বং হ্লাদয়তি বিভুঃ ॥ ৯॥ দ্বে শক্তী পরমে তস্য হ্লাদিনী সংবিদেব চ । ইতি ॥ ১০॥
অনুবাদ:-পরমেশ্বর ভগবান তার নিজের দিব্যনামসমূহ দিয়ে গঠিত মন্ত্রের (মহামন্ত্র) দ্বারা সর্বজীবকে চিন্ময় দিব্যানন্দ আস্বাদন করান। তিনি দুটি চিন্ময় স্বরূপ শক্তি ধারণা করেন আনন্দদায়িনী হ্লাদিনীশক্তি, ও জ্ঞান প্রকাশক সংবিৎ শক্তি।

স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরেতি কৃষ্ণেতি রামেতি॥১১॥
অনুবাদ:-সেই আদিপুরুষ চৈতন্যাখ্যা ভগবান এই মূলমন্ত্র জপ করতে থাকেন যাতে হরি, কৃষ্ণ, রাম এই নাম সমূহ রয়েছে।

হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ । কৃষিঃ স্মরণে তচ্চ ণন্তদুভয়মেলনমিতি কৃষ্ণঃ । রময়তি সর্বমিতি রাম আনন্দরূপঃ । অত্র শ্লোকো ভবতি ॥ ১২॥
অনুবাদ:-তিনি হৃদয়ের জড় আসক্তির গ্রন্থি বন্ধন ছেদন করেন। ও জড় বাসনার ফলে উদ্ভূত জড়দেহ হরণ করেন, সেজন্য তিনি হরি। কৃষ ধাতুরূপের অর্থ স্মরণ করা, এবং ণ প্রত্যয়ের অর্থ চিন্ময় দিব্যানন্দ। এই দুই যোগে নিষ্পন্ন কৃষ্ণ শব্দের অর্থ যিনি সর্ব জীব কে দিব্যানন্দ উপভোগ করান। তিনি সর্ব জীবের হৃদয়ে রমণ করেন তাই রাম নামে অভিহিত হন। এই প্রসঙ্গে একটি শ্লোক রয়েছে
মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্য ॥ ১৩॥ নামান্যষ্টাবষ্টে চ শোভনানি, তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ । পরমং মন্ত্রং পরমরহস্যং নিত্যমাবর্তয়তি ॥ ১৪॥

অনুবাদ:-এই পরমরহস্যময় মহামন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেবল প্রেমভক্তির দ্বারা এটি অবগত হওয়া যায়। যেসমস্ত ধীর চিত্ত ব্যাক্তি দুই ছত্রে আট আট শোভন সুন্দর ভগবান নাম সমন্বিত এই মহামন্ত্র নিয়ত জপ করেন তিনি অচিরেই মায়া নামে অভিহিত অচিৎ অলীক জড়া শক্তির কবল থেকে মুক্ত হন। সকল মন্ত্রের মধ্যে গোপনীয়তম এই মন্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী আর কোনো মন্ত্র নেই। এই মন্ত্র নিত্যজপকারীকে অনুক্ষন এটি আবৃত্তিতে নিয়োজিত রাখে।

চৈতন্য এব সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ পরমেষ্ঠী রুদ্রঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ যৎকিঞ্চিৎ সদসৎ কারণং সর্বম্ । তদত্র শ্লোকঃ ॥ ১৫॥
অনুবাদ:- শ্রীচৈতন্যই সংকর্ষণ বাসুদেব, তার থেকে ব্রহ্মা রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহষ্পতি সহ সর্ব দেবতা বিনির্গত হয়। তিনি সচল, অচল, ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের স্তর, ও নিত্য অস্তিত্বের স্তরের জীব, সকল জীবসত্বার উদ্ভবের কারন। এই সম্পর্কে একটি শ্লোক

যৎকিঞ্চিদসদ্ভুঙ্‌ক্তে ক্ষরং তৎকার্যমুচ্যতে ॥ ১৬॥ সৎকারণং পরং জীবস্তদক্ষরমিতীরিতম্ ॥ ১৭॥
অনুবাদ:-ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে ক্ষণস্থায়ী বস্তুই জীব ভোগের প্রয়াস করুক না কেন সেই বস্তু এবং তার থেকে লব্ধ আনন্দ নশ্বর, বলে কথিত হয়। জীবের জড় ভোগবাসনা ই এই জড়জগতের উদ্ভবের কারন। কিন্তু জীব নিজে স্বরূপতঃ অবিনাশী, সত্য, সনাতন।

ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পরমঃ স এব পুরুষোত্তমঃ । চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্বকারণকারণম্ ॥ ১৮॥
অনুবাদ:- যিনি ক্ষর (ধ্বংশশীল জড়দেহধারী জীব) এবং অক্ষর (অপ্রাকৃত জগতের অপরিবর্তনীয় দেহ সম্পন্ন জীব) এই উভয় প্রকার জীব থেকে পরমপুরুষ ভগবান শ্রেষ্ঠ, সেজন্য তিনি পুরুষোত্তম। সেই পুরুষোত্তম ই চৈতন্য নামে অভিহিত হন। তিনিই পরম তত্ব বস্তু। তিনি সর্ব কারনের কারন স্বরূপ।

য এনং রসয়তি ভজতি ধ্যায়তি স পাপ্মানং তরতি, স পূতো ভবতি, স তত্ত্বং জানাতি, স তরতি শোকম্ । গতিস্তস্যাস্তে নান্যস্যেতি ॥ ১৯॥
অনুবাদ:-যিনি প্রেম ভক্তি সহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের আরাধনা করেন ভজনা করেন, ধ্যান করেন তিনি সর্বপাপথেকে মুক্ত হন। নিষ্কলুষ পূত পবিত্র হয়ে ওঠেন। পরম তত্ব জ্ঞাত হয়ে তিনি শোক দুঃখ অতিক্রম করে আনন্দময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত হন। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্বাৎপরমিহ ॥ ইতি ।